মনোনয়ন জমা দিলেন ফিরহাদ, লড়াই জিইয়ে রাখলেন বিজেপির মীনাদেবী

স্টাফ রিপোর্টার: মেয়র পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার কলকাতা পুরসভায় এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন ফিরহাদ। তবে ময়দান ছেড়ে দেয়নি বিজেপি। মেয়র প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত। তিনি লড়াই ছেড়ে চলে যাবেন না বলেই জানান সাংবাদিকদের। এদিন সকালে পুরসভায় এসে সেক্রেটারি হরিহর প্রসাদ মণ্ডলের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র পদপ্রার্থী অতীন ঘোষ। ৩ ডিসেম্বর মেয়র নির্বাচন হবে বলেই আগে জানা গেছে। সেদিন গোপন ব্যালটের মাধ্যমেই নির্বাচন হবে বলেই জানা গেছে পুরসূত্রে। এদিকে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ভোটে দাঁড়িয়েছি, এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত। তিনি আরও জানান, লড়াইয়ের ময়দান থেকে আমরা সরে যাব না। লড়ে যাব। বাম, তৃণমূল, কংগ্রেস সব পার্টিকেই আহ্বান জানান মীনাদেবী। তিনি জানান, আমি সব পার্টিকেই আহ্বান জানাচ্ছি। যেহেতু পুর আইনে রয়েছে যে, একজন কাউন্সিলর মেয়র পদপ্রার্থী হতে পারে সেই আইন মেনেই আমি লড়তে এসেছি। ববি হাকিম একজন অকাউন্সিলর হয়ে যদি মেয়র পদপ্রার্থী হতে পারে তাহলে আমরা কেনও লড়ব না। তবে সংশোধনী আইন নিয়ে মিনাদেবীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, ওটা বিধানসভার ব্যাপার। আমি পুরআইন মেনে মেয়র পদপ্রার্থী হতে এসেছি। কাজেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হচ্ছে না মেয়র নির্বাচন। আইনি প্রক্রিয়া মেনেই মেয়র নির্বাচন হবে বলেই জানা গেছে। অন্যদিকে, সংশোধনী আইন অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক এমনটা মনে করে বামেরা। তাই ৭৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিলকিস বেগম এদিন ওই সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এই আইন বেআইনি বলেই দাবি করে আসছিল বামেরা। এই বিষয়ে চেয়ারপার্সনের ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম জানান, সিপিএম আদলত এবং সংবাদমাধ্যমে থাকতে ভালবাসে। ওরা সেখানেই থাকুক। আমরা উন্নয়নের পক্ষে এবং মানুষের পাশে আছি থাকব। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি পুর আইন সংশোধন করা হয়। তবে কি সেই সংশোধনী? পুরসভার বর্তমান আইনে বলা আছে কাউন্সিলর না হলে মেয়র পদে বসা যাবে না। তবে নতুন সংশোধনীতে প্রস্তাব রয়েছে যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে তাকে যেকোনও ওয়ার্ড থেকে জিতে কাউন্সিলর হতে হবে। এই নিয়ম বিধানসভা ও লোকসভার ভোটের ক্ষেত্রে রয়েছে। সেই পুর সংশোধনী আইন বিধানসভায় পাশ করা হয়। তবে তা অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে। মঙ্গলবারই সেই বিল সই করেন রাজ্যপাল। তবে এই আইন অসাংবিধানিক বলেই মনে করে বামেরা। তাই এই পুর সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন বাম কাউন্সিলর বিলকিস বেগম। কয়েকদিন আগেও এই আইন সংশোধনী নিয়ে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বাম কাউন্সিলররা। পুর আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে এবং কাউন্সিলর নয়, এমন ব্যক্তিকে মেয়র নির্বাচন করার বিরুদ্ধে এদিন বিক্ষোভ দেখান বাম পুর প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবি ছিল, গোটা পুরসভায় ১২৩ জন তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে কারও কি যোগ্যতা নেই মেয়র হওয়ার? এমনকি এমন একজনকে মেয়র পদে বসানো হচ্ছে, যার নাম জড়িয়ে রয়েছে নারদ ঘুষকাণ্ডে। এটাই কী মেয়র হওয়ার যোগ্য তৃণমূলের চোখে? এই বিষয়ে বাম পুর দলনেত্রী রত্না রায় মজুমদার বলেন, অসাংবিধানিক কায়দায় একজনকে মেয়র বানানো হচ্ছে। যা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলবে।' বামেদের পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, একজন কাউন্সিলর নয় এমন কাউকে মেয়র পদে বসানো হচ্ছে, তবে কি তৃণমূলের ১২৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে কেউ মেয়র পদে বসার যোগ্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজের ইচ্ছামতো আইনে সংশোধন এনে এই কাজ করছেন। তবে তো যে কেউই এখন মেয়র পদে বসতে পারেন তার জন্য কোনও যোগ্যতা লাগবে না। তবে ৩ ডিসেম্বর মেয়র নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে পুরসভার অন্দরে।

ট্রাফিক জরিমানায় ছাড়

স্টাফ রিপোর্টার: গাড়ির বকেয়া জরিমানা উদ্ধারে উদ্যোগী হল কলকাতা পুলিশ। গাড়ির মালিকরা বকেয়া জরিমানা মেটালে সেক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করল পুলিশ। বুধবার লালবাজারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার জানান, জরিমানা মেটানোর জন্য দু'ধাপে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত যাদের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, তারা ১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া জরিমানা মেটাতে পারবেন। এই সময়কালের মধ্যে বকেয়া জরিমানা মেটালে তারা ৬৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। প্রথম ধাপে জরিমানা মেটাতে না পারলে আরও একটি সুযোগ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া জরিমানা মেটাতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে জরিমানা দিলে ৫০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। অনলাইন ও অফলাইন দু'টি পদ্ধতিতেই জরিমানা দেওয়া যাবে। লালবাজারে ও ২৫টি ট্রাফিক গার্ডে তার জন্য কাউন্টার খোলা হচ্ছে। অনেক সময় গাড়ির মালিকানা বদলায়। কোথাও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী কোনও গাড়িকে জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে সেই গাড়ির হাত বদল হয়। পুরনো মালিকের ভুলের খেশারত নতুন মালিকরা দিতে চান না।

আবার কেউ কেউ জরিমানা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। সেই বকেয়া জরিমানা উদ্ধারেই কলকাতা পুলিশ এই ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা পুলিশের সিদ্ধান্ত, বকেয়া জরিমানা না মেটালে এরপর থেকে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষা বা ইনশিওরেন্স করা যাবে না।

গ্লোবাল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড

স্টাফ রিপোটার ঃ এই প্রথমবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মান 'গ্লোবাল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০১৮'।

বাংলা ও মুম্বইয়ের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী আরতি মুখার্জি পেলেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট ক্যাটাগরি 'নাইটিঙ্গেল অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়া' পুরস্কার। বাংলা আরেক জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী , অভিনেতা , সঙ্গীত পরিচালক পিলু ভট্টাচার্যকে তাঁর একক উদ্যোগে সবচেয়ে বেশি বাংলার নবীন প্রজন্মের সঙ্গীতশিল্পীদের মিউজিক ভিডিও তৈরি করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই প্রথমবার দুবাইয়ের সালাত অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মান 'গ্লোবাল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০১৮'।

শান্তিপুর বিষমদ কাণ্ডে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ বিরোধীদের

স্টাফ রিপোর্টার: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগ্রামপুরের পর ফের বিষমদ কাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনা নদিয়ার শান্তিপুরে। আগের মতোই আবার রাজ্যের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা। আর তাতেই প্রবল আপত্তি বিরোধীদের। রাজ্যের কোষাগার থেকে কেন চোলাই মদ খেয়ে মৃতদের পরিবারকে টাকা দেওয়া হবে? এই প্রশ্নই তুলছে তারা। কংগ্রেসের রাজ্য সভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ' মদ খেয়ে লোক মারা যাচ্ছে এটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু তার জন্য সরকার রাজস্ব নষ্ট করবে, এটা শুনে অবাক লাগছে।' বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্হার খোঁচা, 'সরকারি টাকা এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাজ্য সরকার আসলে চোলাই মদের ব্যবসাকে উৎসাহ দিচ্ছে।' বিষমদকাণ্ডে মৃতদের পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণের ঘোষণা নিয়ে সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ির প্রশ্ন,'এটা কী সরকার চলছে? কাদের সরকার চলছে?' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে শান্তিপুরের চৌধুরি পাড়ার বেশ কয়েকজনের মধ্যে বমি, পেটে ব্যথা, গলা শুকিয়ে আসার মতো উপসর্গ দেখা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরেও অবস্থার উন্নতি না দেখে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সকালের মধ্যেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। বেলার দিকে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়। চোলাই মদে বিষক্রিয়ার ফলেই এই মৃত্যু বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে সিআইডির হাতে। আর মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ঠিকমতো ডিএ পাচ্ছেন না। রাজ্যের ঘাড়ে ঋণ রয়েছে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। এই অবস্থায় ভাটিখানা না ভেঙে রাজ্যের কোষাগার থেকে মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে সরকার।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমি রাজ্য সরকারকে বলব, এইভাবে চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিলে কখনওই সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে না। এসব না করে চোলাই মদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।' বিষমদ কাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজ্যের সমালোচনা করে বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্হা বলেন, 'বিষমদে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন সংগ্রাম পুরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, তখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। শান্তিপুরের ঘটনাতেও আবার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। চোলাই মদ খাওয়া অপরাধ। কিন্তু সরকার এইভাবে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে এই অপরাধকে উৎসাহ দিচ্ছে।' রাহুল সিন্হার আরও বক্তব্য, 'সরকারি টাকা বিলানোর কোনও জায়গা নেই। যে পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে সেই টাকা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীদের মাইনে থেকে কাটা হোক।' তৃণমূল সরকারকে বিজেপি নেতার আক্রমণ, 'ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার মানুষকে বলতে চাইছে, বেশি করে নিশ্চিন্তে মদ খান। মদের বীমা করে দিয়েছে সরকার। অদ্ভুত ব্যাপার।' সরকারি ব্যর্থতার জন্যই শান্তিপুরে বিষমদ কাণ্ডে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রাহুল সিন্হার। সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ির বক্তব্য, 'মদ নিয়ে যে কারবার চলছে তার থেকে টাকা তুলছে তৃণমূল নেতারা ও পুলিশ। সরকার ডিএ দিচ্ছে না। স্কুল-কলেজের জন্য টাকা দিচ্ছে না। আর বিষমদ খেয়ে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।'

শীতবস্ত্র প্রদান

স্টাফ রিপোটার: সামনেই হাঁড় কাপানো শীত পড়তে চলেছে। তার ঠিক আগেই 'উদ্যোগের উদ্যোগী' নামক সমাজসেবা সংগঠন শীতবস্ত্র পরিধানের সামগ্রী বিশেষ করে কম্বল প্রদান শুরু করেছে। এছাড়ও এই সংগঠন কখনও এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, ডেঙ্গু প্রতিষেধক নিয়ে অভিযান, আবার কখনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হুইল চেয়ার এবং ক্রাচ প্রদান করেছে। এই সমাজসেবা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বেলঘরিয়া নিবাসী বিভা ক্যাম্পের বাসিন্দা মনোজ দাসের কাছে সমাজসেবাই মূলমন্ত্র।

যুব কংগ্রেস সভাপতির ভোটে সোমেন-পুত্রের হার

স্টাফ রিপোর্টার: যুব কংগ্রেসের সভাপতির ভোটে পরাজয় সোমেন-পুত্র রোহন মিত্রের। যুব কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি হওয়ার দৌড়ে সোমেন-পুত্রের নাম ছিল। কিন্তু ভোটে শেষমেশ হেরে গেলেন শাদাব খানের কাছে। দু'হাজারেরও বেশি ভোটে রোহন মিত্রকে হারিয়ে যুব কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শাদাব খান। ৪২ হাজারের মতো যুব কংগ্রেস সদস্য ভোটে অংশ নেন। অধীর চৌধুরি ঘনিষ্ঠরা শাদাব খানকেই সমর্থন করেছেন বলে সূত্রের খবর। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের পুত্রের যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির দৌড়ে ভোটে লড়ার ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর বাবার প্রভাব খাটিয়ে পদ পেতে চাইছেন বলেও রোহন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যদিও তাঁর দাবি, তিনি মোটেও যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি হতে চাননি। তাঁর অনুগামীরাই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জোর করেন। । যুব কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতির সঙ্গে ভবিষ্যতে যুব আন্দোলন চালিয়ে যেতে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই বলে জানিয়েছেন রোহন মিত্র।

বিডিএমআই-এর ছাত্র-ছাত্রীরা পালন করল 'উৎসব সকলের জন্য'

স্টাফ রির্পোটার: উৎসব পালন করার ক্ষেত্রে কখনও বয়স বাধা হয়ে দাড়ায় না। সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে 'উৎসব সকলের জন্য' অনুষ্ঠানে যোগ দিল। সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে উৎসব সকলের জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দিল বিডিএমআই এর পড়ুয়ারা। সব বয়সের মানুষের জন্য উৎসব। এই বার্তা পৌঁছে দিতে সিনিয়র সিটিজেনদের সঙ্গে বিভিন্ন উৎসবে সামিল হয়।

যারা বয়সের ভারে বাইরে যেতে পারে না। সেই সব মানুষদের জন্য ক্ষুদে শিশুরা পুজোর পর নানা অনুষ্ঠানে শামিল হন। তাদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া, কেনাকাটা এবং মানুষদের মধ্যে হাসি, আনন্দ ছড়িয়ে দিতে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। দেওয়ালিতেও বিডিএম আই এর ছাত্র-ছাত্রীরা এই ধরনের অনুষ্ঠান করছিল।

ছুটির মরশুমে শেষ হলেও বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে এগিয়ে আসবেন বিডিএমআই এর ছাত্রছাত্রীরা

গোষ্ঠী সংঘর্ষে বেহালা কলেজে ফের উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার: ফের উত্তেজনা ছড়াল বেহালা কলেজ ক্যাম্পাসে। গত কয়েক দিনে দফায় দফায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় দক্ষিণ কলকাতার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। তারপরেও বেহালা কলেজের চিত্র বদলায়নি। বুধবার আরও একবার কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে। এক পড়ুয়ার মাথা ফেটে যায়। এর জেরে বেহালা কলেজে ছাত্র সংসদের কাজকর্ম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। হাজিরার হার কম থাকায় অনেক পড়ুয়াই বিপাকে পড়েছেন। অভিযোগ, পড়ুয়াদের থেকে তোলা চাওয়া হচ্ছে উপস্থিতির হার বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদ তোলাবাজি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। গত শনিবার গেটের বাইরে এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের বচসাও বাধে। পরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেহালা কলেজ ক্যাম্পাস। বুধবার আরও একবার উত্তেজনা ছড়ায় কলেজে।

মেট্রে রেলের উদ্যোগ

মেট্রো রেলের আরপিএফ-এর উদ্যোগে হারানোর লেডিস মানিব্যাগ ফিরিয়ে পেলেন এক মহিলা। ২৬ নভেম্বর কালিঘাট মেট্রো স্টেশনে হারানো মানিব্যাগ ফিরিয়ে পেলেন এক মহিলা। রেলের নিরাপত্তা দায়িত্ব থাকা আরপিএফকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

এসেল স্টোরিজের পক্ষ থেকে 'রঙ্গরেজ' একটি গ্রুপ অফ আর্ট এক্সিবিশন চলছে আইসিসিআরে। সোয়াতি পাসারী, ভাস্কর রায়, কবিতা সচদেব, নিধি সামানি সহ বিভিন্ন শিল্পীদের ছবি ও কারুকার্য দর্শকদের মন জয় করে নেয়। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। প্রখ্যাত চিত্রকর শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং উৎসব পারেখ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।